শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার সংখ্যা কমলেও কমেনি উদ্বেগ

আঁচল ফাউন্ডেশনের জরিপ

সৈয়দ রিফাত
১৯ জানুয়ারি ২০২৫, ১২:০০ এএম

২০২৪ সালে দেশে ৩১০ শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। গতকাল শনিবার আঁচল ফাউন্ডেশনের জরিপের তথ্য প্রকাশ করলে এ তথ্য জানা যায়। যদিও এ সংখ্যা গত দুই বছরের তুলনায় কম, তবে উদ্বেগ কমেনি দাবি সংশ্লিষ্টদের। জরিপে বলা হয়েছে, রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে অনেক আত্মহত্যার ঘটনা গণমাধ্যমে আসেনি। আরও ভয়াবহ তথ্য হলো আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা গেছে শিশুদের মধ্যেও।

UNIBOTS

মনোবিজ্ঞানীরা শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার নেপথ্যে মূলত সাতটি কারণকে দায়ী করেছেন, এর মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা, প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হওয়া, সম্পর্কের টানাপড়েন, একাকিত্ব, পিছিয়ে পড়ার শঙ্কা, হতাশা এবং ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা। ব্যক্তিভেদে কারণ অনুসন্ধান করে তা প্রতিরোধে দ্রুত উদ্যোগ নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তারা। আঁচল ফাউন্ডেশনের বয়সভিত্তিক জরিপ বলেছে, গত এক বছরে আত্মহত্যাকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৪৬ দশমিক ১ শতাংশই মাধ্যমিক স্তরের, অর্থাৎ স্কুলপড়ুয়া। ১৩ থেকে ১৯ বছরে বয়ঃসন্ধিকালীন সময়ের

শুরু থেকে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে আত্মহত্যার হার সবচেয়ে বেশি। আত্মহত্যাকারীদের ৬৫ দশমিক ৭ শতাংশ কিশোর বয়সী। নারীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা তুলনামূলক বেশি। আত্মহত্যা করা ৩১০ জনের মধ্যে নারী প্রায় ৬১ শতাংশ। আর প্রায় ৩৮ দশমিক ৪ শতাংশ পুরুষ আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। তৃতীয় লিঙ্গের এবং ট্রান্সজেন্ডারদের মধ্যে একজন করে আত্মহত্যা করেছেন, যা মোট সংখ্যার শূন্য দশমিক ৩ শতাংশ।

প্রতিবেদনে শিক্ষার স্তর হিসেবে আত্মহত্যার প্রবণতার তথ্যে দেখা যায়, এসএসসি বা সমমান অর্থাৎ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি। আত্মহত্যাকারীদের মধ্যে ৪৬ দশমিক ১ শতাংশ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থী। এর পরই উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের অবস্থান। এ হার ১৯ দশমিক ৪ শতাংশ। স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যা প্রবণতা ক্রমেই বাড়ছে। তথ্য মতে, ২০২৪ সালে এ পর্যায়ে আত্মহত্যার হার ১৪ দশমিক ৬ শতাংশ। প্রাথমিক স্তরে পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যেও আত্মহননের বিষয়টি লক্ষ্য করা গেছে। এ স্তরে ৭ দশমিক ৪ শতাংশ। এ ছাড়া আত্মহত্যাকারীদের মধ্যে স্নাতকোত্তর ১ দশমিক ৯ শতাংশ, ডিপ্লোমা শূন্য দশমিক ৬ শতাংশ, সদ্য পড়াশোনা শেষ করা শিক্ষিত তবে বেকার শূন্য দশমিক ৬ শতাংশ।

আত্মহত্যার পদ্ধতিগুলোর মধ্যে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহননের ঘটনা সবচেয়ে বেশি, ৮৩ দশমিক ৫ শতাংশ। বিষপানে আত্মহত্যার হার প্রায় ৮ দশমিক ৭ শতাংশ। এ ছাড়া ৪ দশমিক ৬ শতাংশ মানুষ অন্যান্য পদ্ধতিতে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন।

শিশুদের মধ্যেও আত্মহত্যার প্রবণতা নিয়ে জরিপ বলছে, এক থেকে ১২ বছর বয়সী শিশুর আত্মহত্যার হার প্রায় ৭ দশমিক ৪ শতাংশ। সবচেয়ে কম রয়েছে ২৬ থেকে ৩০ বছর বয়স সীমার মানুষ, ২ দশমিক ৯ শতাংশের কাছাকাছি। জরিপ বলছে, ২০২৪ সালে বাংলাদেশে আত্মহত্যার হার সবচেয়ে বেশি ঢাকা বিভাগে। তথ্যানুযায়ী, মোট আত্মহত্যাকারীদের মধ্যে ঢাকার বাসিন্দা ২৯ শতাংশ।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক বিজন বাড়ৈর মতে, মানসিক সমস্যাগুলোর প্রতি সমাধানমূলক মনোযোগ দেওয়া জরুরি। অনেক শিক্ষার্থী নিজের সমস্যাগুলো কাউকে বলতে পারে না, যা একসময় তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। সে বাঁচার আশা হারিয়ে ফেলে। আর তাই এই দুর্বিষহ জীবন থেকে সহজে মুক্তি পেতে আত্মহত্যাকেই একমাত্র সহজ সমাধান হিসেবে দেখে।

আত্মহত্যা প্রতিরোধে শিক্ষার্থীদের নিরাপদ আবাসন, স্বাস্থ্যসম্মত খাবার, পক্ষপাতহীন এবং উদ্বেগহীন শিক্ষাব্যবস্থার পরামর্শ দেন ঢাকা বিশ^বিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক এবং কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট ড. আজহারুল ইসলাম। তিনি বলেন, আত্মহত্যা জটিল কিন্তু প্রতিরোধযোগ্য মানসিক স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা। কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে হয়তো আত্মহত্যার ঝুঁকি কমিয়ে আনা সম্ভব। কিন্তু ব্যক্তি যে পরিবেশে জীবনযাপন করে তার মধ্যে স্বচ্ছতা, সাম্যতা ও ন্যয্যতা নিশ্চিত করা না গেলে টেকসই মানসিক স্বাস্থ্য ধরে রাখা কষ্টকর।